রেল বার্তা

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে পালিত হল সিভিল ডিফেন্স ডে

স্টাফ রিপোর্টার : চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে ৬ ডিসেম্বর পালিত হল সিভিল ডিফেন্স ডে। সিএলডব্লু'র জেনারেল ম্যানেজার ভি পি পাঠক এদিন সকালে সিএলডব্লু'র শ্রীলতা ইনস্টিটিউট গ্রাউন্ডে সিভিল ডিফেন্সের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। কাউন্সিলের মেম্বার্স, স্টাফ ও সিনিয়র অফিসাররা এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা যোগ দেন অনুষ্ঠানে। সিভিল ডিফেন্সের চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার অশোক কুমার, সিভিল ডিফেন্সের প্রধান ও ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এ আগরওয়াল অতিথিদের স্বাগত জানান এবং সিএলডব্লুতে সিভিল ডিফেন্সের বিবিধ কাজকর্ম সম্পর্কে শ্রোতাদের জানান। জেনারেল ম্যানেজার পাঠক তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সিএলডব্লু'র সিভিল ডিফেন্স সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য অসুবিধায় মানুষের সেবার ফের প্রতিশ্রুতি দেন।

পূর্ব রেলে নতুন অপারেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলওয়েতে বুধবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল নতুন অপারেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও এই নতুন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উদ্বোধন করেন। জানা গেছে, অত্যাধুনিক এই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু হওয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে পূর্ব রেলের বাণিজ্যিক শাখার কাজকর্মের অনেক সুবিধা হবে। আর মূল শাখার ফ্রেইট অপারেশন, মজুত রেকের সংখ্যা, লোডিং এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তথ্য জোগাবে। এছাড়া পূর্ব রেলের অপারেশন ডিপার্টমেন্টের কাজেও আগের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছতা আসবে। রাও পূর্ব রেলের অপারেশন ডিপার্টমেন্টের কাজেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। পূর্ব রেলের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার সুধীর আগরওয়াল, চিফ অপারেশনস ম্যানেজার অজয় বেহরা সহ সব বিভাগের প্রিন্সিপাল, প্রধান ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন।

আনন্দ বিহার ও অমৃতসর এক্সপ্রেস ট্রেন দু'টিতে আরও এসি কোচ

স্টাফ রিপোর্টার : যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্য আনন্দ বিহার ও অমৃতসর এক্সপ্রেস ট্রেন দু'টিতে আরও একটি করে এসি থ্রি-টিয়ার কোচ জুড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এই ট্রেন দু'টি দূরপাল্লার ট্রেন হিসেবে ছাড়ে।

১২৩২৯/ ১২৩৩০ শিয়ালদহ-আনন্দ বিহার-পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস শিয়ালদহ থেকে ১২.১২.২০১৭ এবং আনন্দ বিহার থেকে ১৩.১২.২০১৭তে ছাড়বে।

১২৩৭৯/১২৩৮০ শিয়ালদহ-অমৃতসর জালিয়ানওয়ালাবাগ এক্সপ্রেস শিয়ালদহ থেকে ১৫.১২.২০১৭তে এবং অমৃতসর থেকে ১৭.১২.২০১৭তে ছাড়বে।

মাল্য'র বিরুদ্ধে যথেষ্ট ভেবেচিন্তেই প্রতারণার মামলা

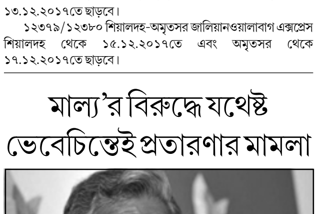

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : প্রতারক বিজয় মাল্য'র বিরুদ্ধে কড়া অভিযোগ আনতে চায় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রবীণ মুখপাত্র বলেছেন, ব্রিটেনের আদালতে মাল্য'র আইনজীবীরা বলেছেন, ত২ার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কাছে কোনও প্রমাণই নেই। কিন্তু আসল সত্য হল ব্রিটেনের ফ্রড অ্যাক্ট, ২০০৬ অনুসারে মাল্য'র বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে তা অত্যন্ত কড়াভাবেই প্রয়োগ করতে চায় সরকার। লন্ডন থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভারত সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা করলেও দিল্লির হাতে মাল্য'র বিরুদ্ধে তেমন কোনও প্রমাণ নেই। তাই ভারতের আইনজীবীরা তাকে ভারতের হাতে প্রত্যর্পণের জন্য লাগাতার দাবি জানিয়ে আসছেন। যদিও মাল্য'র বিরুদ্ধে এই মামলায় নিযুক্ত ভারতীয় আইনজীবীরা দাবি করেছেন, আপাতত প্রাথমিকভাবে পাওয়া প্রমাণগুলি তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ৬১ বছর বয়স্ক এই লিকার ব্যারন চেয়েছিলেন ভারত তার বিরুদ্ধে আনা ৯০০০ কোটি টাকার অর্থ নয়ছয় ও প্রতারণার মামলা তুলে নিক। কিন্তু দিল্লি মামলা তুলে নেওয়ার পরিবর্তে তাকে ভারতে এনে বিচার করতে চায়। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ব্রিটেনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুসারে তাকে গ্রেফতার করে।

পাঁচকুলার আদালতে হানিপ্রীত

পাঁচকুলা, ৭ ডিসেম্বর : ডেরা সচা সওদা প্রধান গুরমিত রাম রহিমের দত্তক কন্যা হানিপ্রীতকে বৃহস্পতিবার পাঁচকুলার মুখ্য দায়রা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করাহয়।

প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত হিন্দু নন, দাবির পর রামমন্দির ইস্যুতে তাঁকে বিঁধল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : কে আসল হিন্দু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, না কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধি তা নিয়ে জোর তরজা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, ভোটের আগে মেরুকরণের দিকে রাজ্যকে এগিয়ে দিচ্ছে বিজেপি। আর এই কারণেই তারা হিন্দু বিতর্ক জোরদার করতে চাইছে। তবে কংগ্রেসও কম যায় না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকৃত হিন্দু নন, সেকথা বলার কয়েকদিন পরেই কংগ্রেস নেতা ও প্রবীণ আইনজীবী অযোধ্যার রামমন্দির ইস্যুতে টার্গেট করলেন বিজেপিকে। সুপ্রিম কোর্টে বুধবার রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলায় সওয়াল করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে তাঁর বক্তব্য নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে, তা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। সেই কারণেই অযোধ্যার রামমন্দির সংক্রান্ত মামলাকে ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত মুলতবি রাখা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন সিব্বাল। তিনি দাবি করেন, অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি মন্দির তৈরি হবে তখনই যখন ভগবান রামচন্দ্র তাঁর জন্য মন্দির চাইবেন। রীতিমতো গাম্ভীর্যের সঙ্গে সিব্বাল মন্তব্য করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সুবিধামতো রামমন্দির চাইলেই মন্দির তৈরি করা উচিত নয়। কারণ মোদীজি নিজের সুবিধা অনুসারে তৈরি করতে চেয়েছেন রামমন্দির। সিব্বাল আরও বলেন, ভগবানে তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু তারা মোদীজিকে বিশ্বাস করেন না। মোদীজি রামমন্দির তৈরি করবেন বলে তাদের মনেও হয় না। তিনি শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। প্রসঙ্গত, শীর্ষ আদালত সব পক্ষের আইনজীবীর মতামত শোনার পর ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত রাম জন্মভূমি মামলা স্থগিত রাখতে অস্বীকার করে। ২০১৮'র ৮ ফেব্রুয়ারি ফের এই মামলার শুনানির দিন জানিয়েছে তারা। কংগ্রেসের ধারণা, নির্বাচন এলেই বিজেপির ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসে রামমন্দির নির্মাণের ইস্যুটি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেও এই ইস্যুটি নিয়ে মোদী সারা দেশে প্রচার করেছেন। উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনেও মানুষকে এই একই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। গুজরাত বিধানসভা নির্বাচন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাই নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি ফের ঝুলি থেকে বের করেছেন রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ ইস্যুটি। তারা এভাবে ভোটদাতাদের মেরুকরণ করতে চাইছেন বলে অভিযোগ করেছেন সিব্বাল।

তবে এতদিন রাহুল গান্ধি কার্যত একাই বিজেপির মন্তব্যের মোকাবিলা করে এসেছেন। এবার ভোটের মাত্র কয়েকদিন আগে সিব্বাল, মণিশঙ্কর আইয়ার সহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারে নামিয়ে দিল কংগ্রেস। রাহুলকে নিয়ে তামাশা করে বিজেপি হিন্দুত্বের তাস খেলতে শুরু করায়, কংগ্রেস নেতারা একেবারে খোলাখুলি রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ তাস খেলতে শুরু করলেন। সম্ভবত গুজরাত বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত এই ইস্যুটি জোরদার থাকবে।

জেরুজালেমে রাজধানী সরাক ভারত : স্বামী

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : ভারতীয় দূতাবাস তেল আভিভ থেকে রাজধানী জেরুজালেমের ইজরায়েলে সরিয়ে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেবেন বিজেপির ফায়ার ব্র্যান্ড সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। ট্যুইটারে এই বিজেপি সাংসদ কেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, জেরুজালেমে ভূখণ্ড হিসেবে ইজরায়েলের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি রয়েছে। সেই কারণেই ভারতের উচিত তার দূতাবাস এই শহরে সরিয়ে নেওয়া। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রশাসনকে তেল আভিভ থেকে দূতাবাস সরিয়ে ইজরায়েলের রাজধানী ও পবিত্র শহর হিসেবে স্বীকৃত জেরুজালেমে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার ঠিক পরেই এই বিবৃতি দিলেন স্বামী। আমেরিকা এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হয়ে রইল। স্বামী বলেছেন, জেরুজালেমকে পবিত্র স্থান হিসেবে মনে করা হয়। কারণ এই শহর ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলিম সকলের কাছেই পবিত্র। তাই শহরকে নিয়ে বিবাদ থাকলেও তাকেই করা হোক রাজধানী।

দিল্লির হাসপাতালে ভুল করে রোগীকে এইচআইভি পজিটিভ ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : ম্যাক্সের পর দিল্লির আরও একটি বেসরকারি হাসপাতাল কর্তব্যে অবহেলার নজির রাখল। এক রোগীকে রাজধানীর নিউটেক মেডিক্যাল সেন্টার ভুল করে এইচআইভি পজিটিভ ঘোষণা করে দেয়। ফলে নানারকম হেনস্থার মুখোমুখি হতে হয় তাকে। শেষ পর্যন্ত দিল্লির মেডিক্যাল কাউন্সিল জেনারেল হেল্থ সার্ভিসেসের অধিকর্তাকে নিউটেক মেডিক্যাল সেন্টারের লাইসেন্স খারিজ করার নির্দেশ দিয়েছে। সেন্টারের মতে যে অমার্জনীয় অপরাধ তারা করেছে, সেজন্য কোনওরকম ভুল স্বীকারই যথেষ্ট নয়।

উত্তরাখণ্ড থেকে সেলিম আহমেদ নামে এক যুবক দিল্লিতে আসে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় ডাক্তারি সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য। রাজধানীতে পা দিয়েই কার্যত গ্রাম থেকে আসা সেলিম আহমেদ পড়ে যায় দালালের খপ্পরে। এই দালালই তাকে নিয়ে যায় দক্ষিণ দিল্লির তৈমুরনগরের নিউটেক মেডিক্যাল সেন্টারে। সেখানে তার মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষা হয়। কিন্তু রিপোর্ট পেয়ে মাথায় হাত সেলিম ও তার পরিবারের। রিপোর্টে আহমেদ এইচআইভি পজিটিভ রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। আহমেদ দুবাইতে একটি চাকরি পেয়েছিল। সেই চাকরির প্রয়োজনেই তার শরীরের ফিটনেস পরীক্ষার রিপোর্ট প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গুরুগ্রাম এবং উত্তরাখণ্ডের মেডিক্যাল রিপোর্টে তাকে এইচআইভি-তে আক্রান্ত বলে ঘোষণা করা হয়। এই রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রথমে ভেঙে পড়লেও পরে বন্ধুদের পরামর্শে আহমেদ দিল্লি মেডিক্যাল কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করে। তাকে মেডিক্যাল সেন্টারে পরীক্ষায় সময় চূড়ান্ত অবহেলা করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

আহমেদের কাছ থেকে জানা গেছে, প্রথমে ডিএমসি কোনও উত্তর দেয়নি। মুখে কুলুপ এঁটেছিল নিউটেক মেডিক্যাল সেন্টারও। কিন্তু ডিএমসি নিউটেক মেডিক্যাল সেন্টারকে বিষয়টি জানাতেই আসল তথ্য বেরিয়ে পড়ে। তারা আহমেদকে পরীক্ষার কোনও লিখিত জবাব দিতে ব্যর্থ হয়। এরপরই ডিএমসি চেপে ধরে তাদের। জানা গেছে, দিল্লি মেডিক্যাল কাউন্সিল কঠোর ব্যবস্থা নিতে চলেছে নিউটেক মেডিক্যাল সেন্টারের বিরুদ্ধে। এই ধরনের সেন্টারগুলি সঠিকভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে ল্যাব টেস্ট না করিয়েই রিপোর্ট দেয়। এমনকি উপযুক্ত যোগ্যতাও থাকে না চিকিৎসকদের।

আহমেদ পুলিশের কাছে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। তার জীবন কীভাবে নষ্ট হতে বসেছিল সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি।

কেরলে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে পুরোদমে।

হিমঘরের সুবিধে না থাকায় উত্তরপ্রদেশের রাস্তায় রাস্তায় জমছে আলুর পাহাড়

লখনউ, ৭ ডিসেম্বর : বিপুল পরিমাণ আলু উৎপাদন করেছে উত্তর প্রদেশের আলু চাষিরা। এজন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন তারা। এখন উপযুক্ত দাম পেয়ে ঋণ শোধ করে কিছুটা লাভ করতে চান তারা। কিন্তু কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে আলু ফলিয়েছেন তারা, হিমঘরের অভাবে তা এখন রাস্তায় পড়ে নষ্ট হচ্ছে।

শুধু সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারেই গত বছর ১২ লক্ষ কুইন্টাল আলু উৎপাদন হয়। এর মধ্যে মাত্র ৬.৫০ লক্ষ কুইন্টাল আলু হিমঘরে রাখার সুযোগ পান তারা। বিভিন্ন কারণে বাকি আলু হিমঘরে রাখতে পারেননি চাষিরা। তার কারণ হিমঘরে রাখার জন্য খরচ অনেক। ফলে আলুগুলি বস্তাবোঝাই করে রাস্তায় জমা করছেন চাষিরা। শুধু ফারুকাবাদেই উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাস্তায় জমা হয়েছে ২০০ কোটি টাকার আলু। জানা গেছে, কুসাম্বিতে কৃষকরা ২২০ টাকা দাম দিয়ে হিমঘরে আলু রেখেছেন বা বলা ভাল রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু বাবলু কাটিয়ারের মতো কৃষকের গলায় এখন হতাশার সুর। তিনি মনে করছেন, এই অর্থ কোনওভাবেই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কারণ বহু আলু পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই নষ্ট করার থেকে কৃষকরা এখন বস্তাপ্রতি ৬০-৭০ টাকা দরে আলু বিক্রি করে দিতে চাইছেন। তাদের ধারণা, হিমঘরের মালিকরা তাদের যে সুবিধা দেন, এই দরে আলু বিক্রি করতে সেই সুবিধাই পাওয়া যাবে।

ভারতের মতো বহু দেশেই বিপুল সংখ্যক মানুষ নিয়মিত খাবার পান না। দারিদ্র এবং অপুষ্টি তাদের নিত্যসঙ্গী। সেই দেশে এভাবে আলু নষ্ট হয়ে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না অনেক মানুষই। কিন্তু অপরিসীম উদাসীনতা এবং প্রশাসনের অপদার্থতায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আলু।

সারা ভারতে আলুর দাম চড়চড় করে বাড়ছে। অথচ সরকারের এই নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। আলু প্রতিটি সাধারণ পরিবারের অন্যতম খাদ্য হলেও তা নিয়ে নানারকম গুজব রটছে। আলু খাওয়া ভাল নয় বলেও শোনানো হচ্ছে। তবে এই বিপুল পরিমাণ উৎপাদনের জন্য সরকার কেন উৎসাহ দিচ্ছে, সেকথাও জানতে চাইছেন কৃষকরা। অথচ প্রশাসন এ ব্যাপারে আগের মতোই নির্বিকার।

জুম্মা মসজিদ আসলে যমুনা দেবীর মন্দির, দাবি বিনয় কাটিয়ারের

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমিকে নিয়ে প্রবল বিতর্কের মধ্যেই এবার বিজেপি নেতা বিনয় কাটিয়ার দাবি করলেন, দিল্লির বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ আসলে যমুনা দেবীর মন্দির। কাটিয়ারের সংযোজন মুঘল সম্রাটরা প্রায় ৬০০০ মন্দিরকে ভেঙে ফেলে সেখানে মসজিদ তৈরি করেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন, দিল্লির জুম্মা মসজিদ আসলে ছিল যমুনা দেবীর মন্দির, একইভাবে তাজমহল ছিল তেজো মহালয়া। মুঘল সম্রাটরা তাদের রাজ্য বিস্তারে বেরিয়ে হিন্দু মন্দিরগুলিকে টার্গেট করেছিলেন। রাম জন্মভূমি, কাশীর বাবা বিশ্বনাথ মন্দির এবং মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি এর অন্যতম প্রমাণ। সেই কারণে বিজেপি রাম জন্মভূমিতে রামলালার মন্দির দ্রুত তৈরি হোক চায়।

প্রতিবার গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলির আগে বিজেপি ভোট মেরুকরণের লক্ষ্যে অতিমাত্রায় হিন্দুত্বের তাস খেলতে শুরু করে বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। একের পর এক দলের হিন্দুত্ববাদী নেতারা এ নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেন। বিনয় কাটিয়ারের মতো নেতাকে ইদানিং নরেন্দ্র মোদীরা বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু গুজরাত ভোট আসতেই ফের তাকে আসরে নামিয়ে দেওয়া হল বলে মনে করছে কংগ্রেস। বিনয় কাটিয়ারের এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন অল ইন্ডিয়া ইমাম ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ইমাম সাজিদ রশিদি। রশিদি এদিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিজেপি দেশজুড়ে সন্ত্রাসকে ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং ঘৃণার রাজনীতি করছে।

রশিদির আরও বক্তব্য, বিজেপি নেতারা যেসব কথা বলছেন তাতে স্পষ্ট যে, তাঁরা চান ঘৃণা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক। তাঁরা ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। কিন্তু এই বিজেপি নেতাদের মনে রাখা উচিত, ভারত কখনও হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হবে না, কারণ এই দেশে রয়েছে মিশ্র সংস্কৃতি। তিনি আরও বলেছেন, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল তার মীমাংসা হয়েছে। সেখানে নির্মিত হচ্ছে রাম মন্দির। বিস্ময়ের সঙ্গে সকলে লক্ষ করছেন, বিজেপি ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই জুম্মা মসজিদ ও কাশীমে নিয়ে তাদের খেলা শুরু করল।

ক্ষুব্ধ এই ধর্মযাজকের মতে, এইসব মানুষের মূল উদ্দেশ্য তাদের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। ক্ষুব্ধ ধর্মযাজক বলেছেন, মুসলিমরা যদি রাম জন্মভূমি নিয়ে বোঝপড়ায় না আসত, রাম মন্দির নির্মাণে বাধা দিত, তবে বিজেপির রাজনীতিও সেখানে শেষ হয়ে যেত। রাম জন্মভূমিকে নিয়ে আর তেমন স্পর্শকাতরতা দেখানো যাচ্ছে না দেখে বিজেপি নেতারা এবার কাশী ও জুম্মা মসজিদকে নিয়ে হইচই শুরু করার উদ্যোগ নিলেন।

গুজরাত বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির সব নেতারাই একযোগে কংগ্রেসকে আক্রমণ করছে। কাটিয়ারেরও এদিন টার্গেট ছিল কংগ্রেস এবং দলের অন্যতম নেতা কপিল সিব্বাল। সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা অযোধ্যা বিতর্কের শুনানি শুরু হওয়ার কথা ছিল বুধবার। সেই শুনানি পিছিয়ে গেছে। কাটিয়ার এজন্য দায়ী করেছেন কংগ্রেস ও ওই দলের নেতা কপিল সিব্বালকে। তাঁর দাবি, বাবরি মসজিদের জায়গায় কংগ্রেস রাম মন্দিরের পরিবর্তে ফের মসজিদই তৈরি করতে চায়। কিন্তু বিজেপি কখনও তাদের সেই সুযোগ দেবে না। কংগ্রেস যদি মসজিদ গড়ার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যায় তবে আরও ৬০০০ জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানকে ভেঙে ফেলার অভিযোগ আনা হবে । রাজনৈতিক মহলের ধারণা, গুজরাত নির্বাচন না মেটা পর্যন্ত এই তরজা চলবে।

মাইসুরু রাজ পরিবারে নতুন অতিথিকে নিয়ে খুশির হাওয়া

মাইসুরু, ৭ ডিসেম্বর : মাইসুরু রাজ পরিবারে ২৮তম উত্তরাধিকারীকে নিয়ে এখন খুশির হাওয়া বইছে। এই রাজ পরিবারের ২৭তম রাজা যদুবীর কৃষ্ণ দত্ত চমরাজা ওয়াদিয়ার ও তাঁর স্ত্রী তৃষিকা দেবীর বুধবার একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছে। এই হেলদি বেবী হতে চলেছে ওয়াদিয়ার বংশের ২৮তম রাজা। ফলে সমগ্র পরিবারে এখন খুশির হাওয়া। প্রসঙ্গত, ওয়াদিয়ার রাজ পরিবার ১৩৯৯ থেকে ১৯৪৭ অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত মাইসুরু শাসন করেছে। পরাধীন ভারতের শেষ রাজা ছিলেন জয়াচমরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ার। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৯৪০ থেকে একেবারে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। যখন তিনি সিংহাসনে বসেন, তখন তাঁর রাজধানী ছিল ভারতের 'ডোমেনিয়ান'। কিন্তু ১৯৫০ সালের ভারত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হওয়া পর্যন্ত জয়াচমরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ার মহারাজা ছিলেন। মাইসুরু রাজ্যের আমজনতা আজও স্মরণ করেন এই মহারাজকে তাঁর নানাবিধ সামাজিক কাজের জন্য। কাবেরী নদীর উপর বাঁধ তৈরি করেছিলেন এই মহারাজাই। সেই বাঁধ আজও সারা পৃথিবীর পর্যটকরা দেখতে আসেন। এছাড়া তিনি বহু শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তৈরি করেন। এই বংশের ২৭ তম রাজা যদুবীর গোপাল রাজ উরস অবশ্য এই বংশের সরাসরি সন্তান নন। তাঁকে দত্তক নিয়েছিলেন ওয়াদিয়ার বংশের শেষ রাজা শ্রীকান্ত দত্ত নরসিংহরাজ ওয়াদিয়ারের বিধবা প্রমোদা দেবী।

বর্তমান রাজা যদুবীর ৬০০ বছরের প্রাচীন ওয়াদিয়ার বংশের রাজপদে অভিষিক্ত হন ২০১৫ সালের ২৮ মে। ঠিক এক বছর পরে ২০১৬ সালের ২৭ জুন যদুবীরের সঙ্গে বিয়ে হয় রাজস্থানের বিস্বারপুর রাজ পরিবারের হর্ষবর্ধন সিং ও মহেশ্বরী কুমারীর কন্যা তৃষিকার।

রাজ পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে যদুবীরকে সবরকম শিক্ষাই দেওয়া হয়। লেখাপড়াতেও রীতিমতো ভাল ছিলেন এই রাজা। তিনি ইকোনমিক্স ও ইংরেজি নিয়ে বিএ পাস করেন আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যদুবীর জয়পুরের মহারানি গায়ত্রী দেবীর দৌহিত্র। কারণ গায়ত্রী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে বিয়ে হয় মাইসুরুর শেষ মহারাজা জয়চমরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ারের। জয়পুরের ২৭তম রাজা যদুবীর ও রানি তৃষিকার পুত্রসন্তান জন্ম নেওয়ায় খুশির হাওয়া মাইসুরু রাজ পরিবারে।

কারণ এর ফলে রাজ পরিবারের ধারা বজায় থাকল। নাই বা থাকল রাজতন্ত্র, এখনও পর্যন্ত পরিবারের মধ্যে সেই হাওয়া বয়।

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিস লাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস লাহা* (*পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).